' সঙ্কল্প শক্তির গুরুত্ব জেনে এই শক্তি বাড়াও এবং প্রয়োগ করো'

আজ উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা তাঁর শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন কেননা সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মাদের তুলনায় তোমরা আত্মা রূপী বাচ্চারাই হলে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হাইয়েস্ট । দুনিয়ার লোকজন বলে হাইয়েস্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড তাও এক জন্মের জন্যে কিন্তু তোমরা আত্মা স্বরূপ বাচ্চারা হলে হাইয়েস্ট বা শ্রেষ্ঠ ইন দি কল্প । সম্পূর্ণ কল্পে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ । জানো তো ? নিজের অনাদি কাল দেখো , অনাদি কালেও তোমরা সব আত্মারা বাবার কাছেই থাকবে। দেখছ কি , অনাদি রূপে বাবার সাথে কাছে থাকবে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা হলে তোমরা। থাকবে তো সবাই কিন্তু তোমাদের স্থান রয়েছে অনেক কাছে। তার মানে অনাদি রূপেও হলে উঁচু থেকে উঁচু । তারপরে এসো আদিকালে , সব বাচ্চারাই দেব- পদধারী হবে। মনে আছে নিজের দৈবী স্বরূপ ? আদিকালে সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ হও। তন-মন-ধন আর জন এই চারটি রূপেই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ হও। সদা সম্পন্ন হও , সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ হও। এমন দেব-পদ অন্য কোনো আত্মাদের প্রাপ্ত হয়না। সে ধর্মাত্মা - ই হোক , মহাত্মা -ই হোক কিন্তু এমন সর্ব প্রাপ্তিতে শ্রেষ্ঠ , অপ্রাপ্তির নাম-গন্ধ নেই , কেউ অনুভব করতে পারবেনা । তারপরে এসো মধ্যকালে , তো মধ্যকালেও তোমরা আত্মারা পূজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমাদের জড় চিত্রও পূজিত হয়। কোনো আত্মাদের এমন বিধি পূর্বক পূজা হয়না। যেমন পূজ্য আত্মাদের বিধি পূর্বক পূজা হয় তো ভাবো এমন বিধি পূর্বক আর কার পূজো হয় ! প্রতিটি কর্মের পূজা হয় কারণ তোমরা হলে কর্মযোগী । তাই পূজাও প্রতিটি কর্মের হয়। সে ধর্মাত্মা এবং মহাত্মাদের সাথেই মন্দিরে রাখা হয় কিন্তু বিধি পূর্বক পূজা হয়না। তাহলে মধ্যকালেও হলে হাইয়েস্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । এরপর এসো বর্তমানে অন্তিম কালে, তো অন্তিম কালেও এখন সঙ্গমে শ্রেষ্ঠ আত্মাই তো হয়েছ। শ্রেষ্ঠতার কি প্রমাণ আছে ? স্বয়ং বাপদাদা , পরমাত্ম আত্মা আর আদি আত্মা অর্থাৎ বাপদাদা দুজনের দ্বারা-ই পালনা প্রাপ্ত হচ্ছে , পড়াশোনা হচ্ছে , সাথে সদ্গুরু দ্বারা শ্রীমত নেওয়ার অধিকারও প্রাপ্ত হয়েছে। তো অনাদিকাল , আদিকাল , মধ্যকাল আর এখন অন্তকালেও হও তোমরা হাইয়েস্ট , শ্রেষ্ঠ । এতটা নেশা থাকে কি ?

বাপদাদা বলেন এই স্মৃতিকে ইমার্জ করো। মনে , বুদ্ধিতে এই প্রাপ্তি স্মরণ করো। যত স্মরণে ইমার্জ থাকবে ততই স্মৃতিতে রূহানী নেশা থাকবে। খুশী হবে , শক্তিশালী হবে। এতখানি হাইয়েস্ট আত্মা হয়েছ কি ? এই নিশ্চয় পাকা আছে তো ? যে আমরাই হলাম হাইয়েস্ট , শ্রেষ্ঠ হয়েছিলাম , বর্তমানে হয়েছি এবং সর্বদাই শ্রেষ্ঠ স্বরূপে পরিণত হব। নেশা আছে কি ? পাকা নিশ্চয় থাকলে হাত তোলো। টিচাররাও হাত তুলেছে।

মাতারা সর্বদাই খুশীর দোলনায় দুলতে থাকে , থাকে কিনা ! মাতাদের অনেক নেশা থাকে, কি নেশা থাকে তো ? আমাদের জন্যে বাবা এসেছেন । নেশা আছে কিনা ! দ্বাপর থেকে সবাই নীচে নামিয়েছে , তাই বাবা মাতাদের উপরে অনেক স্নেহ বর্ষণ করেন আর বিশেষত মাতাদের জন্যেই এসেছেন । এখন তো খুশী অনুভব করছ , কিন্তু সদা খুশীতে থাকতে হবে । এমন যেন না হয় যে

এখন হাত তুলছ আর ট্রেনে গিয়েই একটু একটু নেশা চলে যেতে থাকবে , সর্বদা একরস , অবিনাশী নেশা যেন থাকে। কখনও কখনও নয় , সদাকালের নেশা সর্বদাই খুশী প্রদান করে। মাতাদের চেহারা সর্বদা এমন হওয়া উচিত যে দূর থেকে রুহানী গোলাপ স্বরূপে দৃশ্যমান হও কেননা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কথা সবার ভালো লাগে , বিশেষত্ব দেখা দেয় সেইটি হল যে মাতারা হলেন রুহানী গোলাপের মতন সর্বদা প্রস্ফুটিত ফুলের মতো এবং মাতারাই দায়িত্ব নিয়েছে , মাতারাই এত বড় কাজ করছে। সেখানে মহামন্ডেলশ্বর হলেও বুঝতে পারে যে মাতারা হয়েছেন নিমিত্ত এবং এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করছেন । মাতাদের জন্যে কথায় বলে -- যদিও কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু কথায় বলে দুইজন মাতা একত্রে কাজ করবে , খুবই মুশকিল । কিন্তু এখানে নিমিত্ত কে ? মাতারাই হল কিনা! যখন সাক্ষাতে আসে তখন কি জিজ্ঞেস করে ? মাতারা চালাচ্ছেন , লড়াই ঝগড়া হয় নাতো ? খিটখিট হয় না তো ? কিন্তু তারা কি জানে যে এরা কোনো সাধারণ মাতা নয় , এরা হল পরমাত্মা দ্বারা নিমিত্ত আত্মা । পরমাত্ম বরদান এদের চালাচ্ছে। এমনতো নয় ভাই অর্থাৎ পান্ডবরা ভাবে যে মাতাদেরই সম্মান আছে , আমাদের নেই। তোমাদেরও অর্থাৎ পাঁচ পান্ডবদেরও গায়ন আছে। শক্তিদের সাথে , ৭টি শীতলা দেখানো হয় তো একটি পান্ডবও দেখান হয়। আর পান্ডবদের ছাড়া মাতারা চালাতে পারবেনা , মাতাদের ছাড়া পান্ডবরা চালাতে পারবেনা । দুইটি ভুজা প্রয়োজন কিন্তু মাতাদের অনেক নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল , সেইজন্য বাবা মাতাদেরকে আগে রেখে দুনিয়া যে কাজটি অসম্ভব ভাবে , সেই কাজটি করে দেখাচ্ছেন । তোমরা মাতাদের দেখে খুশী তো ? নাকি খুশী না ? খুশী হয়েছ তো ? যদি মাতাদের বাবা নিমিত্ত না করতেন তো নতুন জ্ঞান , নতুন সিস্টেম হওয়ার জন্যে পান্ডবদের দেখে খুব হাঙ্গামা হয় । মাতারা হলেন ঢাল কারণ জ্ঞান হল নতুন তাইনা ! নতুন কথা কিনা। কিন্তু বোনেদের সঙ্গে ভাইরা সদা-ই রয়েছে । পান্ডব নিজের কাজে অগ্রণী রয়েছে এবং বোনেরা নিজের কাজে অগ্রণী রয়েছে । দুইজনেরই মতানুসারে প্রতিটি কাজ নির্বিঘ্ন চলছে।

বাপদাদা প্রতিদিন বাচ্চাদের বিভিন্ন কাজ দেখেন । নতুন প্ল্যান বানাতেই থাকে। সময় তো সবার মনে আছে। মনে আছে কি ? ৯৯ -এর চক্রও পুরো হয়ে গেল তাইনা ! কি ভাবছিলে , ৯৯ এসেছে, ৯৯ এসেছে। কিন্তু তোমাদের সবার জন্যে সেবা করার বছর , নির্বিঘ্ন থাকার বছর এসেছে। দেখো ৯৯-তে মৌনতার ভাট্টিও করছ তাইনা ! দুনিয়া ঘাবড়াচ্ছে আর তোমরা , যত তারা ঘাবড়াচ্ছে ততই তোমরা সবাই স্মরণের গভীরে যাচ্ছ। মনের মৌনতা আছেই , জ্ঞানসাগরের গভীরে যাওয়া আর নতুন অনুভূতির রত্ন প্রাপ্ত করা। বাপদাদা আগেও ইশারা দিয়েছেন -- সবচেয়ে বড় খাজানা হল যে বর্তমান এবং ভবিষ্যত নির্মাণ করে , সেইটি হল শ্রেষ্ঠ খাজানা , শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের খাজানা । সঙ্কল্প শক্তি হল খুবই বড় শক্তি যা তোমাদের কাছে রয়েছে - শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের শক্তি । সঙ্কল্প তো সবার কাছে আছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ শক্তি , শুভভাবনার শুভকামনার সঙ্কল্প শক্তি , মন-বুদ্ধি একাগ্র করার শক্তি - শুধুমাত্র তোমাদের কাছেই আছে। আর যত এগিয়ে যাবে এই সঙ্কল্প শক্তি জমা করবে , ব্যর্থ নষ্ট করবেনা , ব্যর্থ নষ্ট করার মুখ্য কারণ হল ব্যর্থ সঙ্কল্প । ব্যর্থ সঙ্কল্প , বাপদাদা দেখেন যে মেজরিটি বাচ্চাদের সারাদিন এখনও ব্যর্থ রয়েছে । যেমন স্থূল ধন যথাযথ ভাবে (ইকোনমিক্যালি) ব্যবহার করে যারা তারা সদা সম্পন্ন থাকে আর ব্যর্থ নষ্ট করে যারা তারা ধোঁকা খেয়ে যায়। এমনই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ সঙ্কল্পে এতটা শক্তি আছে যে তোমাদের ক্যাচিং পাওয়ার , ভাইব্রেশন ক্যাচ করার পাওয়ার , অনেক বেড়ে যায়। এই ওয়ারলেস , টেলিফোন ইত্যাদি যেমন সাইন্সের সাধন কাজ করে তেমনই এই শুদ্ধ সঙ্কল্পের খাজানা , এমনই কাজ করবে যে লন্ডনে বসে

থাকা যে কোনো আত্মার ভাইব্রেশন তোমাদের এমন স্পষ্ট ভাবে ক্যাচ হবে যেমন ওয়ারলেসের মাধ্যমে বা টেলিফোন , টিভির , এই যত রকমের উপকরণ আছে .... কতরকমের সাধন বেরিয়েছে, এর চেয়েও স্পষ্ট হবে তোমাদের ক্যাচিং পাওয়ার , একাগ্রতার শক্তির দ্বারা বাড়বে। এই আধার তো শেষ হবেই । এই সব সাধন কোন আধারে অবস্থিত আছে ? লাইটের আধারে । যেসব সুখের সাধন আছে মেজরিটি লাইটের আধারে আছে। তাহলে তোমাদের আধ্যাত্মিক লাইট , আত্মার লাইট এই কাজ করতে পারবেনা । যা চাইবে সে কাছেরই হোক আর দূরেরই হোক সবরকমের ভাইব্রেশন ক্যাচ করতে পারবে। এখন কি চলছে , একাগ্রতার শক্তি মন-বুদ্ধি দুই-ই একাগ্র হলে ক্যাচিং পাওয়ার হবে। অনেক অনুভব হবে। সঙ্কল্প করবে - নিঃস্বার্থ রূপে , স্পষ্ট আর কুইক অনুভব হবে। সাইলেন্সের শক্তির সামনে এই সাইন্সের শক্তি মাথা নোয়াবে । এখনও ভাবে যে সাইন্সে কোনো কিছু ঘাটতি আছে যা ভরা উচিত তাইজন্য বাপদাদা পুনরায় আন্ডারলাইন করাচ্ছেন যে অন্তিম স্টেজ , অন্তিম সেবা - এই সঙ্কল্প শক্তি খুব ফাস্ট সেবা করাবে তাই সঙ্কল্প শক্তির উপরে বিশেষ অ্যাটেনশান দাও। সেভ করো , জমা করো। অনেক কাজে লাগবে। এই সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা প্রয়োগী তৈরী হবে। সাইন্সের এত গুরুত্ব কেন রয়েছে ? প্রয়োগ করা হয় তাই সবাই বুঝতে পারে যে সাইন্স ভাল কাজ করছে। তাহলে সাইলেন্সের পাওয়ার যদি প্রয়োগ করতে হয় তারজন্যে একাগ্রতার শক্তি চাই আর একাগ্রতার মূল আধার হল মনের কন্ট্রোলিং পাওয়ার , যার দ্বারা মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের শক্তির অনেক মহিমা আছে , এই রিদ্ধি সিদ্ধি কারী মনের শক্তি দ্বারা অল্পকালের চমৎকার দেখায় । তোমরা তো বিধি পূর্বক , রিদ্ধি সিদ্ধি নয় , বিধি পূর্বক কল্যাণের চমৎকার করে দেখাবে যা বরদান স্বরূপে পরিণত হয়ে যাবে , আত্মাদের জন্যে এই সঙ্কল্প শক্তির প্রয়োগ বরদান রূপে পরিণত হবে। তাহলে প্রথমে চেক করো যে মনকে কন্ট্রোল করার কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে কি? সেকেন্ডের মধ্যে সাইন্সের শক্তি যেমন সুইচের আধারে , সুইচ অন করো আর অফ করো - তেমনই সেকেন্ডে মনকে যেখানে চাও যেমন করে চাও যতক্ষণ চাও ততই কন্ট্রোল করতে পারো ? অনেক ভাল-ভাল আত্মারা নিজের প্রতি অন্যের সেবার প্রতি সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু বাপদাদা দেখেন যে সঙ্কল্প শক্তির জমা খাতার প্রতি এখনও সাধারণ অ্যাটেন্সন রয়েছে । যতটা হওয়া চাই ততটা নেই। সঙ্কল্পের আধারে কথা বলা কর্ম করা অটোমেটিক চলে। আলাদা ভাবে পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই আজ বলা কন্ট্রোল করো , আজ দৃষ্টিকে অ্যাটেন্সনে আনো , পরিশ্রম করো , আজ বৃত্তিকে অ্যাটেন্সন দিয়ে চেঞ্জ করো। যদি সঙ্কল্প শক্তি পাওয়ারফুল হয় তো এই সব স্বত:ই কন্ট্রোলে এসে যায়। পরিশ্রম থেকে মুক্তি হয়ে যায়। তাই সঙ্কল্প শক্তির গুরুত্ব জানো ।

এই ভাট্টির আয়োজন বিশেষ ভাবে এইজন্য করানো হয় যাতে অভ্যেস হয়ে যায়। এখানকার অভ্যেস ভবিষ্যতে অ্যাটেনশান দিয়ে করবে তখনই অবিনাশী হবে। বুঝলে । এর গুরুত্ব হল কতখানি ? তোমাদের কাছে বিশাল উঁচু থেকে উঁচু খাজানা বাবা দিয়েছেন । এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প , শুভভাবনা, শুভকামনার সঙ্কল্পের খাজানা আছে কি ? বাবা সবাইকে দিয়েছেন কিন্তু জমা তো নম্বর অনুযায়ী করে আর প্রয়োগ করার শক্তিও নম্বর অনুযায়ী আছে। এখনও শুভ ভাবনা বা শুভ কামনার প্রয়োগ করেছ কি ? বিধি পূর্বক করলে সিদ্ধির অনুভূতি হয়কি ? এখনও অল্প হয়। শেষমেষ তোমাদের সঙ্কল্পের শক্তি এত মহান হয়ে যাবে যে সেবায় মুখের কথায় সংবাদ বিতরণে সময় দাও , সম্পত্তি লাগাও , হলচলে অর্থাৎ ব্যস্ততা অনুভব করো , ক্লান্তিও অনুভব করো ... কিন্তু শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সেবায় এইসব কিছু সেভ হয়ে যাবে। তাই বাড়াও । এই সংকল্প শক্তি বাড়ালে প্রত্যক্ষতাও শীঘ্র হবে। এখন ৬২-৬৩ বছর হয়ে গেছে , এত সময়ে কত আত্মা তৈরী হয়েছে ? ৯ লক্ষও হয়নি ।

এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বে সংবাদ পৌঁছাতে হবে তো কত কোটি আত্মারা রয়েছে ? এখনও পর্যন্ত ভগবান হলেন এদের শিক্ষক , ভগবান এদের চালাচ্ছেন, করাবনহার পরমাত্মা করাচ্ছেন ... এই কথাই স্পষ্ট হয়নি । ভাল কাজ আর শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে এই আওয়াজ আছে কিন্তু করাবনহার অর্থাৎ যিনি করাচ্ছেন তিনি গুপ্ত রয়েছেন । তো বর্তমানে সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা প্রত্যেকের বুদ্ধির পরিবর্তন করতে পারো । তা অহো প্রভু বলেই প্রত্যক্ষ হোক বা পিতা স্বরূপেই প্রত্যক্ষ হোক। তো বাপদাদা এখনও অ্যাটেনশান দিচ্ছেন যে সঙ্কল্প শক্তি বাড়াও আর প্রয়োগ করো । বুঝলে।

আচ্ছা - আজকে মাতাদের চান্স রয়েছে , এক হল মাতাদের গ্রুপ আর আরেক হল মেডিকাল গ্রুপ , দুটো বর্গ হল কিনা। মাতারা কি কামাল করে দেখাবে ? মেম্বার তো হয়েছে ? মহিলা বর্গের মেম্বর হয়েছ , ভাল কথা তাইনা ! যারা মেম্বার হয়েছে ভালো কাজ করেছে। এখন তোমরা সবার নাম লিস্ট করে গভর্নমেন্টকে পাঠাবে , পাঠাবে তো , ভয় পাবেনা । ইনকামট্যাক্সের লোক আসবেনা তোমাদের কাছে , তাই নাম পাঠিয়ে দাও যে এই মাতা-রা এখন জগতের মাতা স্বরূপে পরিণত হয়ে জগতকে শোধরাবে। এই কাজ করবে তো ? তাহলে গভর্নমেন্টকে তোমাদের নাম পাঠানো হোক যে এতজন মাতা-রা দুনিয়াকে স্বর্গে পরিণত করবে। পাঠানো হবে কি , হাত তোলো , ভয় পাও না তো? ভয় পাবেনা কিন্তু খেয়াল রাখবে যদি তোমাদের খোঁজ করা হয় তবে নিজের ঘরটি স্বর্গে পরিণত করো কেননা প্রথমে ঘর তারপরে বিশ্ব। তো যদি কেউ বাড়িতে এসে দেখে যে মাতাজির বাড়িতে সুখ-শান্তি আছে কি ? তো দেখতে পাবে , ঘরকে স্বর্গে পরিণত করবে ? নাকি বিশ্বকে স্বর্গে পরিণত করবে , ঘরকে নয়। প্রথমে ঘরকে পরিণত করো তবেই অন্যদের উপরে প্রভাব পড়বে । নাহলে তো বলবে ঘরে কলহ চলছে , স্বর্গ কোথায় । তাইজন্য মাতাদের এমন বায়ুমন্ডল তৈরী করতে হবে যে সবাই যেন দেখতে পায় যে মাতারা পরিবর্তন ভাল করেছে। আচ্ছা যারা মেম্বার তারা হাত তোলো । কতজন মেম্বার রয়েছে ? (এক হাজার এসেছে) এক হাজার তো অনেক । তো যারা হাত তুলেছে মেম্বাররা , তাদের বাড়িতে সুখ-শান্তি আছে কি ? হ্যাঁ তাহলে হাত তোলো। উঠে দাঁড়াও। বুঝতে পেরেছ নাকি এমনিই উঠে দাঁড়িয়েছ । ঘরে স্বর্গ আছে তো ? ঘরে শান্তি আছে তো ? আচ্ছা - এদের ফটো তোলো । আচ্ছা ।

চারিদিকের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের , আদি-মধ্য-অন্তে শ্রেষ্ঠ পার্টধারী আত্মাদের , সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প শক্তির বিধি অনুভবকারী আত্মাদের , সর্বদা সহজযোগী হওয়ার সাথে প্রয়োগী আত্মাদের , সর্বদা সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা সর্বশক্তি বৃদ্ধি করে এমন আত্মাদের , মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণকারী আত্মাদের , সদা প্রয়োগী বাচ্চাদের স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

বরদান : পুরানো সংস্কার বা বিঘ্ন থেকে মুক্তি প্রাপ্তকারী সদা শক্তি সম্পন্ন ভব।

কোনো প্রকারের বিঘ্ন থেকে , দুর্বলতা থেকে বা পুরানো সংস্কার থেকে মুক্ত হতে শক্তি ধারণ করো অর্থাৎ অলংকারী রূপ ধরে থাকো। যারা সদা অলংকারে সেজেগুজে থাকে তারা ভবিষ্যতে বিষ্ণুবংশী হয় কিন্তু এখন বৈষ্ণব হয়ে যায়। তাদের কোনোরকম তমোগুণী সঙ্কল্প বা সংস্কার স্পর্শ করতে পারেনা। তারা পুরানো দুনিয়া অথবা দুনিয়ার কোনো বস্তু এবং ব্যক্তির থেকে সহজেই কিনারা করে নেয় , তাদের কারণে অকারণে কেউ স্পর্শ করতে পারেনা।

স্লোগান : প্রতিটি সময় প্রতিটি কর্মে ব্যালেন্স রাখাটাই হল সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তির সাধন।